যায়যায়দিন

তারিখ 23 FEB 2007 পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

স্কুলের পাঠ্যবই বাণিজ্যে প্রকাশ্যে অর্থ লেনদেন

আলতাব হোসেন

শিক্ষার প্রধান উপকরণ বই নিয়ে সারা দেশে চলছে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। নিম্নমানের সহপাঠ, মূল বই এবং নোট ও গাইড শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে কয়েকটি প্রকাশনী সংস্থা হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। উচ্চমূল্যের অথচ নিম্নমানের এসব বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করায় বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের সঠিক পাঠদান চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত এসব নিম্নমানের বই উচ্চমূল্যে ক্রয় করতে অভিভাবকদেরও উঠেছে নাভিশ্বাস।

নিম্নমানের সহায়ক বই ও নিষিদ্ধ নোট শিক্ষার্থীদের পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ আছে। এছাড়া বোর্ডের বইয়ের পরিবর্তে বেসরকারিভাবে প্রকাশিত বই পাঠ্য করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থের লেনদেন ওপেন সিক্রেট। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, টাকার জোরে প্রভাবশালী প্রকাশকরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক

পৃ ২ ›› ক ৪

স্কুলের পাঠ্যবই বাণিজ্যে প্রকাশ্যে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সংগঠন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সদস্যদের আর্থিক সুবিধা দিয়ে নিম্নমানের এসব বই গছিয়ে দিচ্ছে।

মাধ্যমিক স্তরের ৩৩টি বইয়ের মধ্যে ২১টি বই প্রকাশের দায়িত্ব পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নিজেদের তত্ত্বাবধানে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ায় এসব বইয়ের বেশির ভাগ প্রকাশক দেশের বিভিন্ন এলাকার শিক্ষক সংগঠনের মাধ্যমে বই বাজারজাত করছে। জাতীয় শিক্ষক ফ্রন্টের একাংশের যুগ্ম মহাসচিব আবুল কাশেম মোহাম্মদ এ প্রসঙ্গে বলেন, কোনো কোনো শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গোপনে আর্থিক লেনদেন করে থাকে। এটি অন্যায় এবং অনৈতিক।

বই প্রকাশ, দাম নির্ধারণ এবং কেনাবেচা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি)। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজি ব্যাকরণ, বাংলা ও ইংরেজি দ্রুত পঠনসহ কয়েকটি বই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দেশ জুড়ে ঘুষ দেয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।

সহায়ক পাঠ্যবই নির্বাচনের বেলায় গুণগত মানের চেয়ে উৎকোচই মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রশাসন, পুলিশ সবাই বিষয়টি কমবেশি জানা থাকলেও এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধের কোনো উদ্যোগ নেই। আশির দশকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই নিষিদ্ধ করা হলেও দেশের অধিকাংশ বইয়ের দোকানে সব শ্রেণীর নোটসহ গাইড বই বিক্রি হচ্ছে।

সহায়ক বই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি বেশ পুরনো। এটি যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে নিয়ন্ত্রণে আনা বেশ কঠিন। তবে এটা রোধে সরকারের পাশাপাশি অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. গাজী মোহাম্মদ আহসানুল কবীর।

অভিযোগ রয়েছে, এক শ্রেণীর প্রকাশক বোর্ডের বই বাজার থেকে সরিয়ে দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকাশকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টাকা ওড়াচ্ছে। এ সুযোগে শিক্ষক সমিতিগুলো পুস্তক প্রকাশকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের আর্থিক সুবিধা নিয়ে স্কুলগুলোতে বোর্ডের বইয়ের পরিবর্তে নির্ধারিত প্রকাশক ও লেখকদের বই কিনতে বাধ্য করছে শিক্ষার্থীদের।

আমাদের রাজবাড়ী প্রতিনিধি জানান, রাজবাড়ী শিক্ষক কল্যাণ সমিতি শিক্ষকদের কল্যাণ খাত শক্তিশালীকরণের নামে ৩৪টি বিদ্যালয়ের ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য বোর্ডের অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠান যশোরের হাসান বুক ডিপোর কথিত জননী সিরিজের উচ্চমূল্যের নিম্নমানের বই তালিকভুক্ত করে তা ছাত্রছাত্রীদের কেনার নির্দেশ দিয়েছে। জানা গেছে, জননী সিরিজের বই তালিকাভুক্ত করতে শিক্ষক সমিতি হাসান বুক ডিপোর সঙ্গে সাড়ে পাচ লাখ টাকার চুক্তি করেছে।

ইত্যাদি লাইব্রেরির মালিক স্বপন জানান, ষষ্ঠ শ্রেণীর বোর্ডের অনুমোদিত এক সেট সহপাঠ বইয়ের মূল্য মাত্র ৬৬ টাকা আর জননী সিরিজের বইয়ের মূল্য ৩৬০ টাকা। অষ্টম শ্রেণীর বোর্ড অনুমোদিত এক সেট সহপাঠ বইয়ের দাম ৮৪ টাকা আর জননী সিরিজের ৪৭৫ টাকা।

অন্যদিকে পাংশা শিক্ষক কল্যাণ সমিতি মাত্র চার লাখ টাকার জন্য ৬৪টি বিদ্যালয়ের ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীর ওপর চাপিয়ে দেয় অ্যাডভান্স পাবলিকেশনের বই।

এ ব্যাপারে রাজবাড়ী শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও শহরের ইয়াছিন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলী জানান, সমিতির আওতাভুক্ত শিক্ষকদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে সমিতি হাসান বুক ডিপোর কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও শহরের আর এস কে ইন্সটিটিউটের প্রধান শিক্ষক আমিরুল ইসলাম হাসান বুক ডিপোর কাছ থেকে চার লাখ টাকা নেয়া হয়েছে বলে জানান। তবে বিষয়টি যে নৈতিকতা বিরোধী তা তিনি স্বীকার করেন।

এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিসার বেনজির আহম্মেদ জানান, রাজবাড়ীর দুটি শিক্ষক কল্যাণ সমিতিকে বোর্ডের অনুমোদনহীন বই বাতিল করার জন্য চিঠি দেয়া হয়েছে।

আমাদের কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, এ বছর সহায়ক বই পাঠ্য করাতে ফোর ব্রাদার্স পাবলিকেশন্স ছয় লাখ টাকা দিয়েছে পাকুন্দিয়া উপজেলা শিক্ষক সমিতিকে। এছাড়া হোসেনপুরে পুথি নিলয় পাবলিকেশন্স দিয়েছে সাড়ে তিন লাখ টাকা, বাজিতপুরে অ্যাডভান্সড পাবলিকেশন্স দিয়েছে দুই লাখ টাকা, কটিয়াদীতে মৌসুমী প্রকাশনী দিয়েছে তিন লাখ টাকা, ইটনায় পুথিপত্র প্রকাশনী দিয়েছে দেড় লাখ টাকা।

গত ১৪ জানুয়ারি এডিসির (শিক্ষা ও উন্নয়ন) অফিস কক্ষে বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থার বই পাঠ্য করার ব্যাপারে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ড নির্ধারিত বই ব্যতিরেকে মাধ্যমিক স্তরের অন্যান্য বই পাঠ্যকরণ বিষয়ক কমিটি নামে এ কমিটি চার বছর ধরে সহায়ক বই পাঠ্য করার কাজ করছে। এ কমিটির সভাপতি হলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবদুল জলিল (শিক্ষা ও উন্নয়ন)। বিভিন্ন প্রকাশনীর বই কিভাবে পাঠ্য করা হচ্ছে এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এনসিটিবির বইয়ের তালিকা উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছতে দেরি হওয়ায় কোনো কোনো উপজেলায় এসব বই পাঠ্য করা হয়েছে।

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি শামস শামীম জানান, জেলায় বেসরকারি মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, ও মাদ্রাসার সংখ্যা হচ্ছে ৩১১টি। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভাবশালী শিক্ষকরা শিক্ষক সমিতির সদস্য হয়ে থাকেন। অনেক অভিভাবক জানিয়েছেন, শিক্ষক সমিতির এ অবৈধ বাণিজ্যের ফলে তারা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। পাশাপাশি তাদের সন্তানরাও নিম্নমানের বই পড়ছে।

এ বিষয়ে সুনামগঞ্জ জেলা শহরের এইচএমপি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইনছান আলী জানান, এনসিটিবির বইয়ের চেয়ে প্রকাশনী সংস্থার বইগুলোর গুণগত মান ভালো। এনসিটিবি অনুমোদিত বই পড়ালে ছাত্রছাত্রীরা কিছুই বুঝবে না বলে আমরা প্রকাশনী সংস্থার বই পাঠ্য করাই।

মেহেরপুর প্রতিনিধি জানান, গত বছরের মুদ্রিত বইগুলোতে যে দাম দেয়া ছিল তা কালো কালি দিয়ে ঢেকে দিয়ে আরো দেড়গুণ দাম বাড়িয়ে মূল্য লিখে বিক্রি করা হচ্ছে। বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে ভেতরের শিরোনাম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ও অনুমোদিত লেখা আছে; কিন্তু বেসরকারি প্রকাশনার বইগুলোতে লেখা আছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নতুন সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত।

পাচটি শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সঙ্গে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পাচ লাখ টাকার চুক্তি হয়েছে। ইতিমধ্যে ৫০ ভাগ টাকা সমিতির নেতাদের কাছে দেয়া হয়েছে। তবে যে শিক্ষক সমিতির আওতায় বেশি স্কুল আছে সেই সমিতি বেশি পেয়েছে।

ব্যাপারটি নিয়ে ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার সুরাইয়া বানু জানান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নির্দেশনা গত ১১ ফেব্রুয়ারি হাতে পেয়েছি এবং স্কুলগুলোতে দিয়ে দিয়েছি। এতো দেরিতে এ নির্দেশের বাস্তবায়ন কতোটুকু হবে আমার জানা নেই, যেহেতু অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী জানুয়ারি মাসের মধ্যে বই কিনে ফেলে। প্রতিবারের মতো এবারো একটি কমিটি করে দেয়া হয়েছে, সেই কমিটি সহপাঠ্য বই সিলেকশন করেছে।